চুয়াডাঙ্গা থানা পুলিশের তত্ত্বাবধায়নে মালা খাতুন ফিরে পেলো তার সংসার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান এর তত্ত্বাবধানে ও নারী শিশু বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী হেল্প ডেক্স এর এসআই শাহনাজ এবং এএসআই আশরাফ এর সার্বিক সহযোগিতায় মালা খাতুন ফিরে পেয়েছে তার সুখের সংসার।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ভান্ডারদহ গ্রামের মোছাঃ মালা খাতুন (৪৫) গত ২৩/০৫/২১ খ্রিষ্টাব্দ থানায় অভিযোগ করেন যে তার স্বামী মোঃ ওহাব(৫২) তাকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করছে। তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি নয় বছরের কন্যা সন্তান আছে । মোছাঃ মালা খাতুন সিদ্ধান্ত নেয় যে সে তাকে তালাক দিয়ে দিবে।

তারই প্রেক্ষিতে বাদী মোছাঃ মালা খাতুন থানায় অভিযোগ দিয়ে তার স্বামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের আবেদন জানান।

অভিযোগটি প্রাপ্তির পর নারী শিশু বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী হেল্প ডেস্ক এর ইনচার্জ এসআই শাহনাজ ও সহযোগী এএসআই আশরাফ কে বিষয়টা নিয়ে ব্যক্তিগত বৈঠকের মাধ্যমে মীমাংসা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। ঘটনার সার্বিক বিষয় জেনে দুই পরিবারের সদস্য ও স্বামী স্ত্রী সহ গতকাল রবিবার থানায় ডাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

তাদের দাম্পত্য কলহের জেরে একটি শিশু সন্তান ভুক্তভোগী হবে। শিশুটি বাবা মায়ের স্নেহ বঞ্চিত হবে এবং শিশুটির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরিবারটির এ সকল মানবিক দিক বিবেচনায় পুলিশের পেশাদারিত্বের বাইরে যেয়ে উভয় পক্ষের শুনানি এবং চুয়াডাঙ্গা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জীবনধর্মী পরামর্শে একপর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী পুনরায় প্রায় ভেঙে যাওয়া ঘর সংসার জোড়া লাগানোর পক্ষে পুনরায় মতামত দেন।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মধ্যে বোধগম্যতা ও শুভ বুদ্ধির সমন্বয় ঘটে। চুয়াডাঙ্গা থানা পুলিশের এই কর্মকাণ্ড কে একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য খুব ইতিবাচক কর্মকাণ্ড

হিসেবে দুই পরিবারের লোকজন সহ উপস্থিত সকলে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের এই ধরনের কার্যক্রম কে সাধুবাদ জানান।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক জিয়াউর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী আজ।
১৯৮১ সালের এই দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল বিপথগামী সৈনিকের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সেই থেকেই তার প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি দিবসটিকে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকী হিসেবে পালন করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র আয়োজনে জিয়াউর রহমানের ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করা হয়।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আজ সকাল ৬ ঘটিকার সময় স্থানীয় বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে দলীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজধারন কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন-আহবায়ক এড ওয়াহেদুজ্জামান বুলা নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য শহিদুল ইসলাম রতন,আবু জাফর মন্টু,রেজাউল করিম মুকুট,বিএনপি নেতা এড মঈনুল ও আক্তারুজ্জামান জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন-সম্পাদক মুনজুরুল জাহিদ, জেলা যুব দলের সহ সভাপতি রবিউল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি শেখ শাহবাজ সুজন,সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন,যুগ্ন-সম্পাদক সাজিদ হাসান মালিক সজিব,যুগ্ন-সম্পাদক ইখলাস মুন রায়হান, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক রানা হামিদ,শ্রমিক দলের নেতা আব্দুর রাজ্জাক।

দামুড়হুদায় করোনায় কাঠ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার কার্পাসডাঙ্গায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আব্দুল মান্নান (৫০) নামে এক কাঠ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত আব্দুল মান্নান কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। গতকাল শনিবার সকাল আটটার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায় |

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ জানান, বুধবার (২৬ মে) কাঠ ব্যবসায়অ আব্দুল মান্নান করোনার উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গেলে বৃহস্পতবার ( ২৭মে) তার নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যবে পাঠানো হয়। শুক্রবার (২৮মে) তার রিপোর্ট পজেটিভ আসলে তাকে করোনা ওয়র্ডে ভর্তিকরা হয়।গতকাল শনিবার সকাল ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

তিনি আরো জানান আজ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৫জনের মুত্যু হলো।

আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসা ছাত্রকে বলাৎকার, শিক্ষক আটক

আলমডাঙ্গায় ১৩ বছর বয়সী এক ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে শাহিন আলম
(২৫) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার বিকেলে উপজেলার আসাননগর আলামিন সোসাইটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং থেকে ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে

পুলিশ।

এর আগে গত ২৮ শে মে ভোরে ওই মাদ্রাসায় ছাত্রকে বলাৎকারের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আটক শিক্ষক শাহিন আলম হরিণাকুন্ডু থানার কেষ্টপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে অবস্থিত আলামিন সোসাইটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং। ওই মাদ্রাসায় গত কয়েক বছর যাবৎ হরিণাকুন্ডু থানার কেষ্টপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে শাহিন আলম শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছে।

এ মাদ্রাসায় বাদেমাজু গ্রামের বিল্লাল মুন্সির ছেলে লেখাপড়া করে। গত ২৮ শে মে ভোর রাতে মাদ্রাসা শিক্ষক জোরপূর্বক ভাবে বলাৎকার করে। পরে, মাদ্রাসা ছাত্র গোপনে বাদেমাজুর নিজ বাড়িতে ফিরে পরিবারের লোকজনদের জানায়।

শুক্রবার বিকেলে বলাৎকারের শিকার শিশুর বাবা মাদ্রাসায় গিয়ে কমিটির লোকদের বিষয়টি জানায়। পরে আলমডাঙ্গা থানায় শিশু ও নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযুক্ত শাহিন আলমকে মাদ্রাসা থেকে আটক করে।

জীবননগরে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজের অপেক্ষায় আড়াই হাজার মানুষ

কবে নাগাদ কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন আসবে জানে না কেউ। ভ্যাকসিন পাওয়া না পাওয়া নিয়ে হতাশার মধ্যে দিন যাপন করছে জীবননগর উপজেলার আড়াই হাজার মানুষ।

ইতোমধ্যেই কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ সফল ভাবে ৬ হাজার ৯০৮ জনকে দেওয়া হলেও দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৫৪৩জন। বাকি ২ হাজার ৩৬৫ জন মানুষ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পাওয়া না পাওয়ার

মধ্যে দিন যাপন করছে।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেওয়া জীবননগর উপজেলার সন্তোসপুর গ্রামের আতিয়ার রহমান বলেন,আমি মহামারি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের প্রথম ডোজের ভ্যাকসিন গ্রহন করেছি। দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলাম কিন্তু হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বলেন দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন এখনও পর্যন্ত আসেনি। আসলে পারে মাইকিং করা হবে তখন আসবেন। তা হলে প্রথম ডোজের পর দ্বিতীয় ডোজ না দিলে কোন কাজ হবে কি তা জানি না ।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, সরকারী ভাবে আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের কোভিড-১৯ প্রথম ডোজের যে ভ্যাকসিন দিয়েছিল তা আমরা সফল ভাবে শেষ করেছি এবং প্রথম ডোজ নেওয়ার পর আল্লাহর রহমতে কারও কোন সমস্যা হয়নি। তাছাড়া দ্বিতীয় ডোজের যে ভ্যাকসিন আমাদের দিয়েছিল তাও শেষ হয়ে গেছে আর মাত্র ২ হাজার ৩৬৫ জনকে দিলে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন সম্পন্ন হবে । আমরা চাহিদা দিয়েছি আশা করি খুব দুরত্ব আমরা কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন হাতে পাবো।

জীবননগরে সন্ধ্যা রাতে কুপিয়ে মোবাইল ছিনতাই

জীবননগরে সন্ধ্যা রাতেই পথচারীকে পিটিয়ে মোবাইল ছিনতায়ের অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার রাত ৮টার সময় জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়নের বড় বাচড়া নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার শিকার রডমিস্ত্রি সোহেল রানা (২১) উথলী ইউনিয়নের সেনেরহুদা গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে।

আহত সোহেল রানা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় শুক্রবারে কাজ শেষে আমি এবং রিপন বাড়িতে আসছিলাম এমন সময় উথলীতে বাবু, মজির, হাসানসহ বেশ কয়েক জন মিলে জোয়া খেলছিল। আমরা ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পিছন থেকে কে যেন আমার মাথায় আঘাত করে রক্তাত্ব জখম করে।

রক্তাত্ব অবস্থায় আমি মাটিতে পড়ে যায় আর রিপন পালিয়ে যায়। আমার কাছে থাকা একটি ভিভো মোবাইল ফোন ছিল সেটা নিয়ে গেছে।

আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন আমাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, সন্ধ্যা হলেই উথলী ইউনিয়নের বড় বাচড়া, কলোনী, রেললাইনসহ বেশ কিছু স্থানে জোয়া খেলা হয়ে থাকে। আর এই জোয়া খেলার জন্য এলাকার যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। যারা জোয়া খেলা করছিল তাদেরকে ধরলেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আর এম ও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, আহত সোহেল রানার মাথায় আঘাত ও শরীরের কিছু অংশ কাটার দাগ আছে। তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আশা করি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম বলেন,উথলী গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে এখনও কোন অভিযোগ আসেনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

দামুড়হুদা উপজেলায় সততা সাহসীকতার আর এক নাম ইউএনও দিলারা রহমান

দামুড়হুদা উপজেলাবাসীদের কাছে বিপদে আপদে যে নামটি সবার আগে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা নন। তারপরও তাঁর সততা কর্মস্পৃহা দায়িত্বশীলতা ও জনমানুষের প্রতি আন্তরিকতা তাঁকে বসিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। প্রশাসনিক কর্মকর্তা হয়েও যে আমজনতার মাঝে মিশে যাওয়া যায় তাই যেনো তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত তাঁর কর্মদক্ষতায়, সততায়, আন্তরিকতার ছোঁয়ায় ও সাহসিকতায়। ক্রমশঃ তিনি হয়ে উঠেছেন উপজেলাবাসীর আইকন।
করোনাকালীন মহা দুর্যোগে শহর থেকে গ্রামে গ্রামে তিনি ছুটে

বেড়িয়েছেন মানুষকে সচেতন করতে। ঐ সময় তিনি অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিয়ে হয়েছেন ব্যাপক সমাদৃত।

কার্পাসডাঙ্গায় বাজার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ ও প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের হাত থেকে দোকানঘর সহ এক একর জমি উদ্ধার করে তিনি স্থাপন করেন সাহসীকতার এক অনন্য উদহারন। এ ঘটনাটি ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। দিলারা রহমান হন সর্ব মহলে প্রশংসিত। আর অবৈধ দখলদারদের কাছে এটা ছিলো যেমন স্মরণকালের সব থেকে বড় পরাজয়। আর এ ঘটনার পর থেকেই ঐ এলাকার প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা হয়ে পরে কোনঠাসা।
এছাড়া অবৈধ বালি ও মাটি পাচারকারী চক্রের ছোখে দিলারা রহমান যেন সাক্ষাৎ যমদূত।

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীদের গৃহ নির্মাণ এবং গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখার তদারকির ক্ষেত্রে তাঁর আপোষহীন মনোভাব তাঁকে বসিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। এছাড়া দর্শনার কালীদাসপুর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বাগদী পাড়ায় একাধিক বার তাদের মাঝে ছুটে যেয়ে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ঘর বুঝিয়ে দেন। আর প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ঘর পাননি তাদের জন্যও দ্রুত ঘর বরাদ্দের আশ্বাস দেন। একই সময় এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য উপহার দেন ১০ টি বাইসাইকেল। এসব কাজে দফায় দফায় বাগদী পাড়ায় যাওয়া আসার মাঝে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্তান ছোট্ট শিশু নীরবকে কোলে নিয়ে নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের আবেগঘন পোস্ট উপজেলার গণ্ডি অতিক্রম করে ব্যাপক সাড়া পড়ে। দিলারা রহমানের কোলে নীরবের ঐ ছবি চিরাচরিত মাতৃপ্রেম বা সন্তানের প্রতি মায়ের প্রকৃত ভালোবাসাই অঙ্কিত হয়েছে।

জয়রামপুরের চৌধুরীপাড়া, নতুন বাস্তপুর, কুড়ালগাছী বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া চাষী গৃহস্থ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশে থেকে তাদেরকে নতুনভাবে বাঁচতে শিখিয়ে তিনিও পেয়েছেন অসংখ্য মানুষের দোয়া ও প্রশংসা।
এছাড়া দামুড়হুদার দশমী পাড়ার অগ্নিদগ্ধ শিশু ফারহানাকে বাঁচাতে নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের তাৎক্ষণিক ছুটে যাওয়া, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি আজও ফিরছে মানুষের মুখে মুখে। সম্প্রতি এ ঈদুল ফিতরের পূর্বেও অগ্নিদগ্ধ শিশু ফারহানাকে তিনি পৌঁছে দেন ঈদের পোষাক ও খাদ্য সামগ্রী। উপজেলার বাগদি সম্প্রদায়ের ছোট্ট শিশু নিরবকে কোলে তুলে নিয়ে হয়েছিল ব্যাপক প্রশংসিত।

এছাড়া জয়রামপুরের প্রতিবন্ধী স্বামীর অসহায় স্ত্রী পারভিনা যখন তার ক্ষুদ্র দোকানের পূঁজি হারিয়ে শ্বশুর শাশুড়ী ও সন্তানদের মুখে যখন একমুঠো ভাত তুলে দিতে খাচ্ছিলেন হিমশিম, ঠিক তখনই দেবদূত হিসেবে উপস্থিত হয়ে ঐ দোকানের প্রয়োজনীয় মালপত্র তুলে দিয়ে দোকান সাজিয়ে দেন।

নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের রয়েছে হাজারো প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত সর্ব মহলে প্রশংসিত ও ব্যাপক সমাদৃত। যোগদানের পর প্রায় এক বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে মাদকাসক্ত ও মাদক পাচারকারী, মাদক কারবারি , ভূমি দস্যু, অসাধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে আদায় করা হয়েছে জরিমানা, নেওয়া হয় কঠোর আইনি পদক্ষেপ। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দেওয়া হয় জেল ও জরিমানা। সরকারের অনুকূলে রাজস্ব আদায় হয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।
তথ্য মতে এ পর্যন্ত দিলারা রহমান পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে মোট মামলার সংখ্যা ২২৮ টি। দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ২৭৮ জন। সরকারের অনুকূলে দণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৮৫০ টাকা। ঐ সময়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর সংখ্যা ০৮ জন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান মেহেরপুর প্রতিদিন’ কে বলেন, আমার উপরে অর্পিত রাষ্ট্রের সকল আদেশ আমি সততা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে যাচ্ছি।
বর্তমান সরকারের চলমান উন্নয়নের মহাসড়ক দিয়ে বর্ধিষ্ণু জনপদ দামুড়হুদা উপজেলাও স্বমহিমায় ছুটে চলেছে বলেই আমি মনে করি।

আলমডাঙ্গায় মুক্তামালা হত্যা মামলা তুলে নিতে হুমকি, সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর পান্টু হুজুরের দরবারে গৃহবধু মুক্তামালা হত্যা মামলা তুলে নিতে হুমকি ধামকি প্রদানের অভিযোগ তুলে সংবাদ

সম্মেলন করেছে ভুক্তভূগী পিতা আব্দুর রশিদ। গতকাল শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে লিখিত এ সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলো নিহত গৃহবধুর মুক্তা মালার ১১ বছরের শিশু কন্যা।

নিহত মুক্তা মালার পিতা আব্দুর রশিদ এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানান, কয়েক বছর আগে আলমডাঙ্গার এরশাদপুর গ্রামের পান্টু হুজুরের আস্তানায় তার মেয়ে মুক্তামালাকে সাথে নিয়ে আব্দুর রশিদ চিকিৎসা হতে গিয়েছিলেন।

পরবর্তিতে মুক্তামালার সাথে ওই আস্তানায় বসবাসকারী ইছাহক আলীর ছেলে জহুরুল ইসলামের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুক্তামালার প্রথম বিয়ের সুবাদে ১ কন্যা সন্তান থাকা সত্বেও জহুরুল ইসলাম তাকে বিয়ে করে।

প্রায় ৭ মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর বউকে নিয়ে স্বামী জহুরুল তার ভক্ত গুরু পান্টু হুজুরের আস্তানায় বসবাস শুরু করে। জহুরুল ইসলামের বাবা-মাও ওই আস্তানায় বসবাস শুরু করে। সকলেই হুজুরের খাদেম। বিয়ের পর থেকেই মুক্তামালাকে তার শাশুড়ি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে অশান্তি ছিল। তারা আস্তানার অভ্যন্তরে মুক্তামালাকে বদ্ধ ঘরে আটকে রেখে নির্যাতন করতো।

হত্যাকান্ডের আগের রাতে মুক্তামালার বাবা আব্দুর রশিদ মোবাইলফোনে তার মেয়েকে বাড়ি বেড়াতে যেতে বলেন। মুক্তামালা যাবার জন্য হুজুরের অনুমতি নিয়েছিল। কথা ছিল সকালে আস্তানার ভ্যান মুক্তামালা ও তার শিশুকন্যাকে রেখে আসবে।

তবে, সকালে নয়, দুপুরের দিকে বাপের বাড়ি আস্তানার নিজস্ব ভ্যানে মুক্তামালার লাশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কাউকে কিছু না বলে মাটি দিয়ে দিতে।

প্রথমে আব্দুর রশিদ কি করবেন তা বুঝে উঠতে পারেন নি। তবে আত্মীয়দের পরামর্শে পরবর্তিতে মেয়ের লাশ নিয়ে আলমডাঙ্গা থানায় উপস্থিত হন। বাদি হয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। আসামি করেন জামাই জহুরুল, জামাইয়ের মা-বাবা, ভাই ও পান্টু হুজুরকে।

এ মামলা দায়েরের পর থেকে পান্টু হুজুরের লোকজন মামলা তুলে নিতে নানাভাবে আব্দুর রশিদ ও তার আত্মীয়স্বজনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে, হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নিহত মুক্তামালার শিশুকন্যা মিশকাতুল জানায়, ঘটনার দিন সকালে মায়ের সাথে নানাবাড়ি যাবে তাই তাকে মা মুক্তামালা খাওয়ায়ে দিচ্ছিল। সে সময় তার মাকে পান্টু হুজুর নিজ রুমে ডাকে। মায়ের সাথে মিশকাতুলও গিয়েছিল। হুজুর মিশকাতুলকে অন্য আরেকটি ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল ছারপোকা মারতে। তার আনুমানিক ১৫ মিনিট পর সকলে বলাবলি শুরু করে মুক্তামালা মারা গেছে, মুক্তামালা মারা গেছে।

মিশকাতুল গিয়ে মাকে ডেকেও আর সাড়া পায়নি। মায়ের আংটি পড়ে ছিল হুজুরের চেয়ারের উপর। পরে লাশ পাঠিয়ে দিলেও শোকাতুর শিশুকন্যাকে মায়ের লাশের সাথে যেতে যেতে দেওয়া হয়নি। আটকে রাখা হয়।
এ বিষয়টি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতি সভা

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা রজব আলী সুপার মার্কেটে অবস্থিত জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনির সভাপতিত্বে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

আগামী ৩০ শে মে রবিবার শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা বিএনপি। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস জনিত কারণে

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকাল ১১ টায় আলোচনা সভা, বাদ যোহর দোয়া মাহাফিল অনুষ্ঠিত হবে।

শাহাদাৎ বার্ষিকী প্রস্তুতি সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবু বক্র সিদ্দিক আবু, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদুল হাসান পল্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক মোঃ আলাউদ্দিন, জেলা সেচ্ছসেবক দলের সভাপতি শফিউল ইসলাম পিটু, সহ-সভাপতি হাফিজুল ইসলাম মুক্ত, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ মোঃ রাজিব খান, যুগ্ন সম্পাদক আশরাফুল হক রুবেল, অর্থ সম্পাদক মোঃ মমিনুল রহমান মমিন, পৌর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক ইয়াছিন হাসান কাকন, আলোকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান মিজান, জেলা যুবদলের সদস্য খাইরুল আলম, হাবিবুর রহমান হাপি, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক অপু মালিক, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য রুবেল হাসান, তুহিন ইসলামরাসেল আহমেদ, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি এইস, এম, মস্তফা, মতিউর রাহমান মিশর, শাহাবুদ্দিন,আইন বিষয়ক সম্পাদক কাউছার, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাহাবুব, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক কৌশল আহমেদ রানা, সদস্য সচিব মেহেদী হাসান মেহেদী, রফিক, আসমানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

আটকবরে মায়া বেকারীর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করায় সাংবাদিককে হুমকি

ফলোআপ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের আটকবর মোড় হইতে মুজিবনগর সড়কের দিকে যেতে অবস্থিত জগন্নাথপুর গ্রামের ক্ষুদে পাকার ছেলে ইউসুফের মায়া বেকারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও স্বাস্থ্যর জন্য ক্ষতিকর নানান কেমিক্যাল ও রং মিশিয়ে তৈরী করা

হচ্ছে বিস্কুট, রুটি, কেক সহ নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য আর কেক তৈরীতে ব্যবহার করা হচ্ছে বাসি ভাঙ্গা ডিম।

বেকারীতে কাজ করা শ্রমিকদেরও নেই কোন স্বাস্থ্য সচেতনতা। মাথার চুল আলগা সহ গায়ের ঘাম টপটপ করে পড়তে থাকে এসব খাদ্যর উপর। আর বেকারীটি একেবারে নির্জন জায়গায় হওয়ায় অনেকে বুঝতেই পারেন না যে আটকবর মোড় ছাড়িয়ে মাঠ সংলগ্ন একটি বেকারী রয়েছে। এতে করে প্রশাসনের ও তেমন একটা নজর পড়েনা বেকারীটির উপর।

এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশিত হলে বেকারিটির মালিক ইউসুফ ও তার ভাড়াটে মাস্তান মিঠুন সাংবাদিককে মুঠোফোনে দেখে নেওয়া সহ প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। ইউসুফ ও তারা ভাড়াটে মাস্তান জগন্নাথপুর গ্রামের আবুল মোল্লার ছেলে মিঠুন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

গোপনসুত্রে জানা গেছে মিঠুন সহ এলাকার কিছু গাঁজাখোরদের আড্ডাস্থল এই বেকারীটি। বেকারীটি নির্জনে হওয়ায় তাদের আড্ডার আসর বসানোও খুবই সহজ হয়। মিঠুন নাকি এলাকায় দাপট দেখিয়ে বেড়ায়। তার এ ধরনের আচরনে কেউ টু শব্দ করার সাহস পাইনা। বেকারীর মালিক ইউসুফের আরেক ভাই ছিলো শীর্ষ সন্ত্রাসী। যার কারনে তাদের অপকর্ম কেউ তুলে ধরতে পারেনা। ধরলেই তাকে পেতে হয় নানান হুমকি ধামকি ।

একজন বেকারী মালিক কার ইন্ধনে কোন ক্ষমতার বলে একজন সাংবাদিককে প্রাণ নাশের হুমকি দেয় বিষয়টি নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে সচেতন মহলকে। সাংবাদিককে হুমকিদাতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করা বেকারি মালিকটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যাবস্থা নেবার দাবী তুলেছে সচেতন মহল সহ এলাকাবাসী।

বেকারিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন পরিচালকের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।